হে অর্জ্জুন। পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আটটি প্রকৃতি আমার স্বরূপ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির বিভূতিরূপ। এই প্রকৃতির অপর নাম অপরা। ইহা হইতে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কথা শুন। সেই প্রকৃতির নাম জীব। যে ভোক্তা জীবশক্তির দ্বারা এই ভোগ্য প্রকৃতির কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই দুইপ্রকার প্রকৃতির মধ্যে ভূমি প্রভৃতি অষ্টপ্রকারে বিভক্তা প্রকৃতি জড়রূপা বলিয়া নিকৃষ্টা; জীবরূপা প্রকৃতি চৈতন্যময়ী বলিয়া শ্রেষ্ঠা। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণীই আমা হইতে সমুৎপন্ন। আমি নিখিল জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। হে ধনঞ্জয়! আমা ভিন্ন এই জগতের অন্য কোন নিরপেক্ষ কারণ নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের মত এই জগৎ আমাতে গাঁথা আছে। যেমন সুত্রের সত্তাতে মণিগণের সত্তা, তেমনি আমার সত্তাতে জগতের সত্তা। এই কয়েকটি শ্লোক দ্বারা শ্রীভগবান যে প্রধানাখ্য এবং জীবাখ্য নিজশক্তি দ্বারা জগতের কারণ এবং এই জগৎ ভগবানেরই শক্তিকার্য্য বলিয়া যে তাঁহা হইতে অভিন্ন ও তিনি যে জগৎ হইতে ভিন্ন অথচ তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহাই জানাইয়া নিজ-স্বরূপজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে জীবস্বরূপ-জ্ঞানও উপদেশ করা হইয়াছে। এই প্রকারে জ্ঞানবান্ ভক্ত আমার স্বরূপের মহিমা অনুসন্ধান করে বলিয়া সকল ভক্ত হইতে জ্ঞানীভক্ত আমার প্রিয় হইয়া থাকে। এই প্রকার গীতা শাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমাকে "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী চারিপ্রকার মানব ভজন করিয়া থাকে। কিন্তু এই চারিপ্রকার ভজনকারী যদি সাধুসঙ্গরূপ সৌভাগ্যবান হয়, তাহা হইলেই আমাকে ভজন করিয়া থাকে; তাহা না হইলে ক্ষুদ্র দেবতা প্রভৃতির ভজন করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চারিপ্রকার ভজনকারীর মধ্যে জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ও একভক্তি বলিয়া শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জ্ঞানীর আমিই একান্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়। এই চারি-প্রকার মদীয় ভজনকারীই উদার। অর্থাৎ মুক্তিপথের অধিকারী বলিয়া মহৎ। জ্ঞানী কিন্তু আমারই স্বরূপ। যেহেতু সেই জ্ঞানীভক্ত আমাতে নিবিষ্টচিত্ত বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টগতিরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়াছে। অতএব, "প্রেয়ান্ ন তেভ্যোঃ"—এই চতুর্থস্কন্ধে যোগেশ্বরগণকৃত স্তোত্রে নিম্নলিখিত-প্রকার ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত। হে প্রভো! যে জন বিশ্বাত্মা তোমাতে নিখিল জীববর্গকে তোমার শক্তি বলিয়া অপৃথকরূপে দর্শন করে অর্থাৎ জানে